Promoting Agricultural Commercialization & Enterprises (PACE) Project

“দেশি মুরগির সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ- প্রকল্প

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া।

IFAD
Investing in rural people

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

উপদেশনায়

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, PACE প্রকল্প
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা

ডাঃ এস এম নিয়াজ মাহমুদ
ভ্যালু চেইন স্পেশালিস্ট, PACE প্রকল্প, পিকেএসএফ, ঢাকা

পৃষ্ঠপোষকতায়

ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, গাক

সম্পাদনায়

ড. মোঃ মাহবুব আলম
সিনিয়র পরিচালক, গাক

ডাঃ আহসান হাবীব
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
"দেশি মুরগির সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ- প্রকল্প, গাক

মোঃ ফিরোজুল ইসলাম
মনিটরিং এন্ড রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার
"দেশি মুরগির সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ- প্রকল্প, গাক

মোঃ মোবারক হোসেন তালুকদার
কনসালট্যান্ট, গাক

প্রকাশনায়

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)

মুদ্রণ

দিপালী প্রিন্টার্স, বগুড়া

প্রকাশকাল

মে ২০১৯

অর্থায়নে ও কারিগরী সহযোগিতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা

IFAD
Investing in rural people

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)

প্রকল্পের পটভূমিঃ

দেশি জাতের মুরগি লালন বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলার বেশীভাগ ঘরেই অতিথি আপ্যায়নে দেশি মুরগির জুড়ি নেই। এক সময় গ্রাম বাংলার দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব সম্পদ বলতে মুরগি ছিল অন্যতম। খেটে খাওয়া পরিবারের নারীদের দুঃসময়ের সহায় ছিল এসব মুরগি। স্বল্প পরিচর্যা ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই দেশি মুরগি লালন-পালন করা হতো।

উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের কারণে আমাদের দেশীয় জাতের মুরগির উন্নয়ন হয়নি, বরং বিদেশি জাতগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ক্রসিং-এর কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আমাদের দেশীয় জাতের মুরগিগুলোর অস্তিত্ব আজ বিলীন হতে চলেছে, অপরদিকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছর শীতের শুরু ও শেষে রোগবালাইয়ে প্রচুর মুরগি মারা যায়। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে মুরগির উন্নত খাবার, টিকা, কৃমিনাশক, উন্নত উপকরণ ও চিকিৎসা সেবা হাতের নাগালে পাওয়া যেত না। কিছুদিন আগেও গ্রামের যে সব দরিদ্র নারীরা দেশি মুরগি লালন-পালন করতেন তারা এখন দেশি মুরগি পালনে দিন দিন উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) দেশী মুরগির সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে এবং গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) সহযোগি সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডারদেরকে (এলএসপি) সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা দিয়ে প্রকল্প কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে গ্রামবাসী সহজেই মুরগির উন্নত সুষম খাবার, ঘর, হাজল, টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদি উপকরণ ও সেবা হাতের নাগালে ন্যায্য মূল্যে সহজেই পাচ্ছেন। স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডারদের কাছ থেকে সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে তাদের পারিবারিক খামার ক্রমান্বয়ে বড় করছেন।

প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিএলআরআই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ঔষধ ও খাদ্য কোম্পানীসহ অন্যান্যরা স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বিএলআরআই হতে কমন দেশি, গলাছিলা ও পাহাড়ি জাতের মুরগি ক্রমান্বয়ে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের নানাবিধ কর্মকাণ্ড গ্রহণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। খামারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে ফলে তারা ন্যায্য দামে ডিম ও মুরগি বিক্রয় করতে পারছেন।

খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর KAP সার্ভের মাধ্যমে খামারীদের মুরগি পালন বিষয়ে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা চর্চা ইত্যাদি পরিমাপ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের পূর্বে সংস্থা থেকে সার্ভিস প্রভাইডারদের টিওটি প্রদান করা হবে। প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ মুরগি পালনের উপকরণ, সেবা প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত ডিম ও মাংসের বিক্রয় নিশ্চিতকল্পে প্রাইভেট সেক্টর, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে বাজার গতিশীল করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।

সংস্থার পরিচিতিঃ

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক আত্মনিবেদিত সমাজসেবীর স্বক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অরাজনৈতিক, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিন দশক ধরে উত্তরাঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য জেলায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংস্থাটি অতিদরিদ্র,দরিদ্র,অবহেলিত ও সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, কিশোর-কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, দরিদ্র বান্ধব বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়নে লাগসই কর্মকান্ড, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসহ ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সংস্থাটি আয়বর্ধনমূলক কর্মকন্ডের আওতায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত কৃষিখাতে ৬৮৫ হাজার সদস্যকে ১৩,৬৫০ মিলিয়ন টাকা, প্রাণিসম্পদ খাতে ৪৯০ হাজার সদস্যকে ৯,৭৫০ মিলিয়ন টাকা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ৪৩০ হাজার সদস্যেকে ৮,৫৮০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৩৫০ হাজার সদস্যেকে ৭,০২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। গাক চক্ষু হাসপাতালের আওতায় মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে প্রায় ৪৫ হাজার আউটডোর রোগীকে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান, প্রায় ২,৫৫০ জনের বিনামূল্যে ও ১,৫৩০ জনের স্বল্প মূল্যে চোখের ছানী অপারেশন করা হয়েছে এবং ২৫০ টি ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ৬০ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ১,১৩৯টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৪,৫০০ জন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ১৫টি কর্মসূচি/প্রকল্প দ্বারা অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১৪৪,৫০০ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এসব কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) দেশের ৬টি বিভাগের ৩৫টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় ৩৩৫টি অফিসের মাধ্যমে ৩,৫৫২ জন জনবল দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ পরিবারকে সংঘটিত করে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিচালনা করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ দেশি জাতের মুরগি পালনের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

খামারি, ব্যবসায়ীর (বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা, ঔষধ বিক্রেতা, পোল্ট্রি ফিড ব্যবসায়ী, মুরগি ক্রয়কারি) মধ্যে যোগাযোগের ফলে ভাল জাতের মুরগি, পুষ্টিকর খাবার, ঔষধ, টিকা সর্বোপরি ডিম ও মুরগি ভালো দামে বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ সহজলভ্য করা।

উদ্দেশ্যঃ

- স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডারদের মাধ্যমে দেশি জাতের মুরগি পালনে ব্যবহৃত উপকরণ, যন্ত্রপাতি (সাপ্লাই চেইন শক্তিশালি করণের মাধ্যমে) সহজলভ্য নিশ্চিতকরণ।
- উন্নত ব্যবস্থাপনার দ্বারা মুরগি পালনে বেশি ডিম ও মাংস উৎপাদন উন্নয়ন করা।
- খামারিদের উৎপাদিত ডিম ও মুরগি বিক্রয়ের বাজার তৈরী করনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি করা।
- উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের উদ্যোক্তা ঋণের ব্যবস্থা করা যা ব্যবসাবন্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

দেশি জাতের মুরগি পালনের ফলে ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়বে এবং দেশি জাত সংরক্ষণ হবে। মুরগি পালনের বিভিন্ন উপকরণ (হ্যাচিংপট, পানির পাত্র, ঘর ও পুষ্টিকর প্যাকেট জাত খাবার) সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

আর্দশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগি পালন সম্পর্কে গ্রামের মহিলা খামারিরা হাতে কলমে শিখতে পারবেন। মুরগির রোগবালাই এর চিকিৎসা, লক্ষণ এবং টিকাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন বাড়বে। গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে বাজার সৃষ্টি করবেন এবং চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগের ফলে খামারীরা এলাকা বান্ধব উন্নত জাতের মুরগি নির্ধারণ করতে পারবেন এবং আদর্শ খামারিদের দৃষ্টান্ত এলাকার অন্যান্য মহিলাদের অনুপ্রাণিত করবে। ফলে দেশি জাতের মুরগির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে দৈনিক আয়বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামের মহিলারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডঃ

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

দেশি জাতের মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রারম্ভে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সার্ভিস প্রভাইডারদের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ট্রেনিং অব ট্রেইনারস্ (ToT) প্রদান করা হয়। পাশাপাশি দেশিজাতের মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা ব্যবহার করে খামারীদের মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়। তাছাড়া প্রকল্পের আওতাভুক্ত খামারি, ব্যবসায়ী, ঔষধ ও খাবার বিক্রেতা, টিকাদানকারী, স্থানীয় সার্ভিস প্রভাইডারগনের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ সৃষ্টির ফলে প্রকল্পের ভ্যালু চেইন এর উন্নয়ন ঘটছে।

ছবিঃ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

ছবিঃ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পের আদর্শ খামারির মুরগি পালন প্রর্দশনীঃ

বিভিন্ন সময়ে আর্দশ খামারির মুরগির খামার অন্যান্য খামারিদের কাছে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের সুষম খাদ্য, ঘর, রোগবালাই,টিকাদান,বাচ্চাপৃথকীকরণ, বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়, হাজল তৈরি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা, জ্ঞান ও ভাব বিনিময়ের মধ্যদিয়ে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্দি পায়। এছাড়াও তারা নিজেদের ভুলগুলো শুধরিয়ে নিতে পারবেন। একটি আদর্শ খামার পরিদর্শনের ফলে সঠিকভাবে মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ছবিঃ আদর্শ মডেল খামার।

ছবিঃ খামারী মুরগীর যত্ন নিচ্ছেন।

বাজার সংযোগঃ

খামারিদের উৎপাদিত ডিম ও মুরগি বাজারজাতকরণ এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদান করার জন্য বাজার সংযোগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত দামে নগদ টাকায় বিক্রয় ও পণ্য পরিবহন খরচ না লাগায় খামারিরা গ্রামে বিক্রয় কেন্দ্র বানিয়েছেন। তাছাড়া ডিজিটাল ওজনে মেশিনে বিক্রয়ের ফলে ঠকার ভয় থাকেনা। শীতের মৌসুমে মুরগির বাজার চড়া হলে বা ঈদের সময় দাম বাড়লে সাথে সাথে মোবাইলের মাধ্যমে আড়ৎ এর বড় ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ করে তা জানতে পারছেন। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বড়/মাঝারী ব্যবসায়ীরা মুরগি ক্রয় করতে আসায় প্রতিযোগিতা মূলক ভাবে খামারিদের ভালো দাম পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ছবিঃ মুরগীপালনকারী ন্যায্য মূল্যে বেপারী/পাইকারের কাছে মুরগী বিক্রি করছেন।

প্রকল্প এলাকায় দেশি জাতের মুরগি পালন ব্যবস্থাপনায় পুষ্টিকর সুষম খাবার, প্যাকেটজাত খাবার, বিভিন্ন রোগের টিকা, ঔষধ, খাবার ও পানির পাত্র, ঘরতৈরিসহ বিভিন্ন উপকরণ গ্রামে সহজে পাওয়ার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণসহ বিক্রয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রয়োজনে খামারিরা উপকরণগুলো ব্যবহার করতে পারছেন। সর্বোপরী ভ্যালু চেইন এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খামারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

ছবিঃ মুরগি পালনকারী স্থানীয় এলএসপি'র কাছ থেকে সুষম খাবার ক্রয় করছেন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ

দুই বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি অক্টোবর'২০১৮ ইং হতে শুরু হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর'২০২০ ইং এ শেষ হবে।

প্রকল্পের কর্ম-এলাকা ও অংশগ্রহণকারীঃ

প্রকল্পটি বগুড়া জেলার ২টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলাগুলো হলো বগুড়া সদর ও শাজাহানপুর। তাছাড়া ৪টি ইউনিয়নে প্রায় ২ লক্ষাধিক পরিবারে বাস্তবায়নের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। বগুড়া সদর উপজেলায় ২ হাজার খামারির জন্য সার্ভিস প্রভাইডার ৫০ জন এবং শাহজাদপুর উপজেলার ২ হাজার খামারির জন্য সার্ভিস প্রভাইডার ৫০ জন মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা ও নাম	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	সংখ্যা
বগুড়া	বগুড়া সদর	২ (ফাঁপোর, সাবগ্রাম)	দেশী মুরগী পালনকারী	২,০০০
			সার্ভিস প্রভাইডার	৫০
বগুড়া	শাজাহানপুর	২ (খোট্টাপাড়া, মাদলা)	দেশী মুরগী পালনকারী	২, ০০০
			সার্ভিস প্রভাইডার	৫০
বগুড়া জেলার ২টি উপজেলা ও ৪টি ইউনিয়নে মোট অংশগ্রহণকারী				৪,১০০

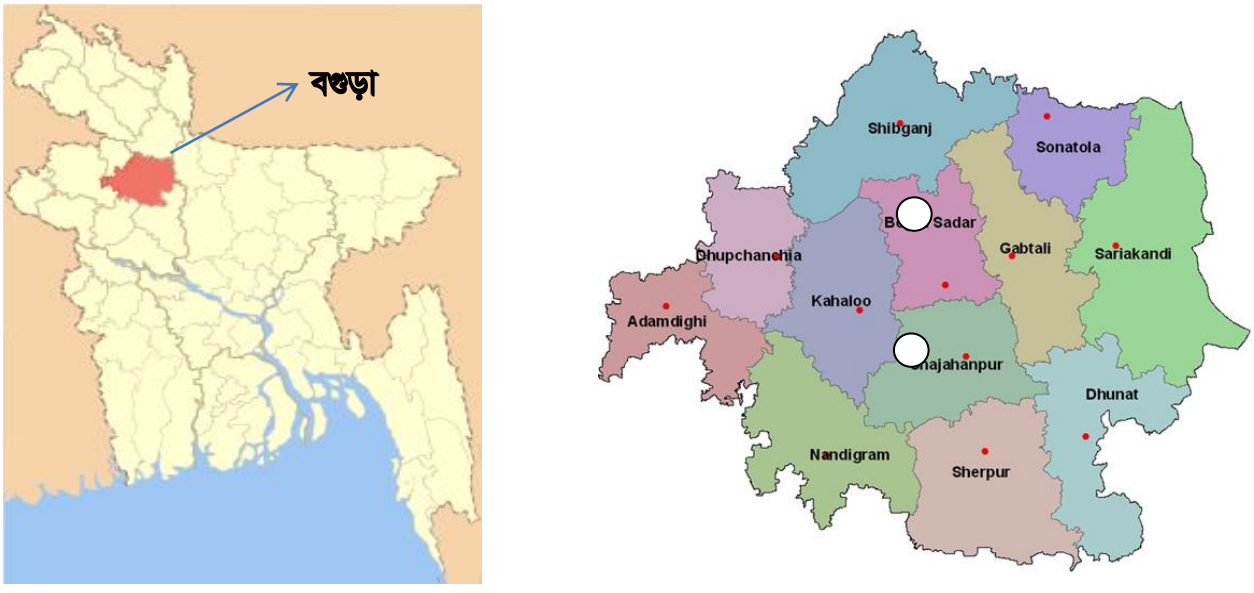

চিত্রঃ প্রকল্পের কর্ম এলাকা

প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) থেকে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থার মূল স্রোত থেকে একজন প্রকল্প সমন্বয়কারীর নেতৃত্বে ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ১ জন মনিটরিং এন্ড রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা ও ৫ জন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর সহ মোট ৮ জন কর্মী প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া পিকেএসএফ -এর পেইস প্রকল্প ইউনিট হতে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও ফলাফল অর্জনে নিয়মিত সহায়তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

ছবিঃ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার আলমগীর হোসেন প্রকল্পের ইনসেপ্শন ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন।

ছবিঃ কারিগরী কমিটির সদস্য ও প্রকল্প স্টাফ।

উপসংহারঃ

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সনাতন মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা ছেড়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মুরগি পালনে খামারিরা অভ্যস্থ হবেন। মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুষম প্যাকেট খাবার ব্যবহার করবেন এবং সহজে রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য সার্ভিস প্রভাইডারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিবেন। গ্রামে মুরগি পালনের উপকরণগুলো সহজলভ্য হবার কারণে নতুন খামারিদের মাঝে উৎসাহ দেখা দিবে। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামের মহিলারা ভূমিকা রাখবেন। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণের ফলে ক্ষমতায়ন, অধিকার সুরক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

যোগাযোগ

প্রধান কার্যালয়	ঢাকা অফিস
গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া - ৫৮০০ ফোনঃ ৬৯৯৭৬ মোবাইল নং- +৮৮-০১৭০৮৪২১২১০ ই-মেইলঃ guk.bogra@gmail.com , hr@gukbd.com ওয়েব সাইটঃ www.gukbd.com	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) বাড়ী# ৫৫৪ (৪র্থ তলা), রোড # ০৯ আদাবর, ঢাকা - ১২০৭, ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০১০৩১৪ মোবাইল নং- +৮৮-০১৭০৮৪২১২১০

IFAD
Investing in rural people

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউন্ডেশন

গাক
Gram Unnayan Karma (GUK)